জনপ্রতিনিধি নন, মনে রাখুন রাজ্যপালেরা: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: তাঁরা যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, বিধানসভায় পাশ হওয়া সিদ্ধান্তের উপরে খবরদারি করা যে তাঁদের শোভা পায় না, রাজ্যপালদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপালদের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি অবিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারের দ্বন্দ্ব যখন মাত্রাছাড়া, তখন সর্বোচ্চ আদালতে দেশ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের আবহ সৃষ্টি করে বিধানসভায় পাশ হওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্তে অনুমোদন না দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন রাজ্যপাল। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ সোমবার মন্তব্য করেছে, বিষয়টি আদালতে পৌঁছনোর আগেই রাজ্যপালের উচিত রাজ্যের আইনসভায় অনুমোদন হয়ে আসা সিদ্ধান্তগুলি ত্বরান্বিত করা।

পঞ্জাবে ভগবন্ত সিংহ মান সরকারের সঙ্গে রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা বানোয়ারীলাল পুরোহিতের সঙ্ঘাত তীব্র। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বেশ কয়েকটি বিল সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। এ দিন মামলাটি ওঠার পরে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, একই অভিযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কেরল ও তামিলনাড়ুর সরকারও। সেখানেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সঙ্ঘাত চরমে উঠেছে। সরকারের পাশ করা বিল ঝুলিয়ে রেখেছেন রাজ্যপালেরা। প্রধান বিচারপতি বলেন, "রাজ্যপালদের সামান্য একটু আত্মানুসন্ধান করা জরুরি। তাঁদের মনে রাখতে হবে, রাজ্যপাল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। বিধানসভা কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তাকে গুরুত্ব দেওয়াটা জরুরি।"

এ দিন রাজ্যপালের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তাঁকে বলেন, মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে ১০ নভেম্বরে। রাজ্যপাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন, সে বিষয়ে একটি সর্বশেষ রিপোর্ট সে দিন তাঁকে পেশ করতে হবে। নির্বাচিত হয়ে আসার পরে ভগবন্ত সিংহ মানের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টির সরকার মোট ২৭টি বিল বিধানসভায় পাশ করিয়েছে। তার মধ্যে ২২টিতে রাজ্যপাল বানোয়ারীলাল ছাড়পত্র দিলেও পাঁচটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছেন।

সংবাদ সংস্থা

বদলি মামলা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুব্রত চক্রবর্তীকে সল্টলেকের ঝিলোঞ্জিয়া ভবন থেকে উত্তরবঙ্গে বদলি করা হলেও কলকাতা হাই কোর্ট তাঁকে পুরনো জায়গাতেই ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও কোনও লাভ হল না। আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গবাইয়ের বেঞ্চ হাই কোর্টের রায়ই বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে। নিজস্ব সংবাদদাতা

আজ প্রথম দফা, ছত্তীসগঢ়ে গেরুয়ার ভরসা 'মহাদেব'

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ছত্তীসগঢ়ে গত পাঁচ বছর বিজেপির অবস্থা ছিল অনেকটা ২০১১-র ক্ষমতা হারানোর পরে সিপিএমের মতো। পনেরো বছর সরকারে থাকার পরে ক্ষমতাচ্যুত বিজেপি গত পাঁচ বছর বিজেপি-বিরোধী হিসেবে নিজের ভূমিকাই বুঝতে পারেনি। ভূপেশ বঘেলের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনই গড়ে তুলতে পারেনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহ-সহ সব বিজেপি নেতাই কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। পাঁচ বছর পরে ভোটের মুখে অবশেষে খোদ বঘেলের বিরুদ্ধে মহাদেব অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে ৫০৮ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে বিজেপি অস্ত্রের সন্ধান পেল।

আগামিকাল ছত্তীসগঢ় বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সেমিফাইনাল আগামিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে। আগামিকাল মিজোরামের সমস্ত আসন ও ছত্তীসগঢ় বিধানসভার ৯০টি আসনের মধ্যে ২০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র মাওবাদী অনুষিত বস্তার ডিভিশনের অন্তর্গত।

ভোটের তিন দিন আগে মাওবাদীদের হামলায় নারায়ণপুরে বিজেপি নেতা রতন দুবে খুন হয়েছিলেন। আজ ভোটগ্রহণের আগের দিন মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে দুই ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান আহত হয়েছেন। প্রথম দফায় ২০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রাজ্য পুলিশ, আধাসেনা মিলিয়ে ৬০ হাজার নিরাপত্তা কর্মীকে মাঠে নামানো হচ্ছে।

ছত্তীসগঢ়ের প্রথম দফার ভোটে এই মাওবাদী হামলার আশঙ্কার সঙ্গেই মহাদেব অ্যাপ নিয়ে তুমুল চর্চা চলছে। জুয়া খেলার মহাদেব অনলাইন বুক অ্যাপের কেলেঙ্কারি নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই ছত্তীসগঢ়ের রাজনীতি তপ্ত। জুয়া খেলার অ্যাপ থেকে আয়ের কোটি কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে ইডি-র অভিযোগ, যার মোটা অংশ রাজ্যের রাজনীতিক ও আমলাদের কাছে গিয়েছে।

ইডি আগেই অভিযোগ তুলেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অ্যাপ-কেলেঙ্কারির টাকা গিয়েছে। ভোটগ্রহণের ঠিক আগে অভিযুক্ত শুভম সোনি দুবাই থেকে ভিডিয়ো বার্তায় অভিযোগ তুলেছে, সে-ই অ্যাপের আসল মালিক। মুখ্যমন্ত্রী বঘেলের কথাতেই সে দুবাইয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে সে মোট ৫০৮ কোটি টাকা দিয়েছে। এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে শেষ বেলায় প্রচারে নেমেছে বিজেপি। বঘেল অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করেছেন, বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারই অভিযুক্তদের আড়াল করেছে।

অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের আশা, শেষলগ্নে মহাদেব অ্যাপ কিছুটা অস্বস্তির কারণ হলেও ছত্তীসগঢ়ে তারা ফের ক্ষমতায় আসবে। বিশেষত বস্তার-সংলগ্ন যে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কংগ্রেস ভাল ফল করবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে এই ২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৭টি আসনই জিতেছিল।

এ বার বঘেল নিজেকে 'কিসান পুত্র' হিসেবে তুলে ধরতে চাষিদের থেকে চাল কেনার সময় বিপুল দাম দিয়েছেন। তাঁর, আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমির উপরে অধিকার অটুট রাখতে তিনি আদানির মতো সংস্থাকে খনি এলাকায় ঢুকতে দেননি। কংগ্রেস মনে করছে, এ বারও আদিবাসী অনুষিত এলাকায় তাদের জয় অব্যাহত থাকবে। ছত্তীসগঢ়ে ভোটের ফল ৩ ডিসেম্বর।

এক নজরে প্রথম দফা

- ২০টি আসনে ভোটগ্রহণ
- মোট ভোটার ৪০,৭৮,৬৮১
  - পুরুষ: ১৯,৯৩,৯৩৭
  - মহিলা: ২০,৮৪,৬৭৫
  - তৃতীয় লিঙ্গ: ৬৯
- মোট প্রার্থী: ২২৩ জন
- মহিলা: ২৫ জন
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্র: ৫৩০৪

■ ছত্তীসগঢ়ের প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য রওনা দিলেন ভোটকর্মীরা। সোমবার দন্তেওয়াড়ায়। পিটিআই

তোমর-পুত্রের ভিডিয়ো ঘিরে অস্বস্তিতে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ভোটের মুখে বড় ধরনের অস্বস্তির মুখে পড়লেন মধ্যপ্রদেশের দিমনি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর। একটি ভাইরাল ভিডিয়োয় তাঁর ছেলে দেবেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ তোমর ওরফে রামু ভাইয়াকে কয়েকশো কোটি টাকার লেনদেনে যুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। ওই কালো টাকা ভোটের কাজে ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কায় নির্বাচন কমিশন, ইডি, সিবিআই ও আয়কর দফতরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে কংগ্রেস। তোমর পরিবারের দাবি, ভোটের আগে নরেন্দ্র সিংহ তোমরের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই পরিকল্পিত ভাবে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ার কথা মাথায় রেখে যে সাংসদদের এ যাত্রায় ওই রাজ্যে নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে ধারে ও ভারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন তোমর। দল জিতলে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তোমর ঘনিষ্ঠেরা। কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টায় তোমর-পুত্র দেবেন্দ্রপ্রতাপের যে সব ভিডিয়ো সামনে এসেছে তাতে যথেষ্ট অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ভোটের ঠিক আগে কালো টাকা লেনদেনে তোমরের পুত্র জড়িত থাকার ভিডিয়ো সামনে আসায় সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অবিলম্বে তোমরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দাবি করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তোমরের ভূমিকাও সন্দেহের বেড়াটেপে চলে এসেছে। তাই আগামী দিনে বিজেপি নেতাদের কালো টাকা ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো (যার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার পত্রিকা)-তে দেখা গিয়েছে, এক জন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে এক খনি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোমর-পুত্র দেবেন্দ্র একশো কোটি টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নেওয়া নিয়ে কথা বলছেন। অন্য এক ভিডিয়োতে পঞ্জাব-রাজস্থানের কোনও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩৯ কোটি টাকা নেওয়া চূড়ান্ত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় ভিডিয়োতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১৮ কোটি টাকা পাঠানোর কথাও শোনা গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, ২০১৪-'১৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনিমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র সিংহ তোমর। ফলে ওই টাকা লেনদেনের সঙ্গে নরেন্দ্র সিংহ তোমরের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধী বলেন, "আমি কৃষিমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে ওই ভিডিয়ো সত্য না ভুয়ো। যদি অভিযোগ ভুয়ো হয়, তা হলে অবিলম্বে আইনি পদক্ষেপ করুন তোমর। অভিযোগ সত্য হলে এখনই ইস্তফা দিন কৃষিমন্ত্রী।"

ভোট মরসুমে কয়েকশো কোটি কালো টাকা কোথা থেকে এল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেতে বলেন, "নির্বাচন কমিশনের উচিত ওই টাকার উৎস খুঁজে বার করা।" কংগ্রেস নেতা কমল নাথের মিডিয়া উপদেষ্টা পীযূষ বাবেলে এক্স হ্যান্ডলে কটাক্ষ করে বলেন, "প্রিয় ইডি, সিবিআই আয়কর দফতর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। তার সত্যতা পরীক্ষা করা হোক।"

ভোটের ঠিক মুখে ভিডিয়ো সামনে আসাতে রীতিমতো অস্বস্তিতে তোমর শিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ প্রসঙ্গে এখনও নীরব থাকার কৌশল নিলেও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খণ্ডনে মাঠে নেমেছেন দেবেন্দ্র তোমর। তাঁর বক্তব্য, তাঁকে ঘুষি করে আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বেকায়দায় ফেলতে ওই ভুয়ো ভিডিও সামনে আনা হয়েছে। আজ মোরেনা জেলার সিভিল লাইন থানায় অভিযোগ লাখের করে দেবেন্দ্র জানান, কারসাজি করে তাঁর মুখ ব্যবহার করা হয়েছে। যা রাজনৈতিক চক্রান্ত।

মিজ়োরামে ভোট এখনও চুপকথাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর: পড়শি রাজ্য মণিপুর অগ্নিগর্ভ। কিন্তু মিজ়োরামে একটা মাস ধরে যে ভোটের প্রচার চলল তা খাস রাজধানী আইজ়লে বসেও আঁচ করাও কঠিন ছিল। কোনও মাইক বাজল না। উড়ে আসা তারকা প্রচারকদের সভা বাদে কোনও জনসভা হল না। রোড-শো-র আদিকায় রাহুল গান্ধীই শুরু ও শেষ। ঘুষুধানদের তর্জন-গর্জন নেই। এমনকি কোনও দেওয়ালে নেই একটাও দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং। টিভির পর্দা কাঁপিয়ে বখড়ার কোনও স্থানই নেই। লোকাল কেবলের স্লট ভাগ করে প্রার্থীরা তাঁদের বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন একেবারে লোপদুরস্ত কায়দায়। সব দিকে কড়া নজর নির্জা ও সামাজিক সংগঠনের। ভোট হতে হবে স্বচ্ছ, প্রচার হতে হবে অনুচ্চস্বরে বাঁধা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীরাও শেষ বেলায় সফর বাতিল করেছেন। মিজ়োরামে এই চুপকথার ভোটে আগামী কাল ৪০টি কেন্দ্রে লড়তে নামছেন ১৭৪ জন প্রার্থী। এমএনএফ, জেডপিএম, কংগ্রেস ৪০ আসনে, বিজেপি ২৩, আপ ৪ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। নির্দল প্রার্থী ২৭ জন। রাজ্যের মোট ভোটার ৮,৫৭,০৬৩। বরাবরের মতোই এ বারও মিজ়োরামে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। এ বারের ভোটে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৪,৩৯,০২৬ জন। আবার মহিলা প্রার্থীও বরাবরের মতোই হাতেগোনা, মাত্র ১৬ জন। আজ পর্যন্ত রাজ্য পেয়েছে মাত্র ৪ জন মহিলা বিধায়ক।

১৯৮৬ সালে রাজ্য গঠনের পর থেকে মিজ়োরামে এত বছর লড়াই হয়েছে মূলত কংগ্রেস ও মিজ়ো চুক্তির পরে জঙ্গি সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত এমএনএফের মধ্যেই। প্রতি ১০ বছরে তাদের মধ্যেই সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু এ বার পাল্লা দিয়ে তাল ঠুকছে আঞ্চলিক দল জেডপিএম। জেডপিএমের প্রধান, প্রাক্তন আইপিএস লালডুহোমা ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ৩ বছর। ২০১৮ সালে ভোটের আগে দল গড়েই তিনি ৮টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মার্চের লুংলে পুরভোটেও তাঁরা ১১ আসন পান। কংগ্রেসের অবশ্য দাবি, এনডিএ শরিক এমএনএফ বা জেডপিএম দুই দলই আদতে বিজেপির হাতের পুতুল। কিন্তু জেডপিএম স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটের পরে ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি হলেও তারা বিজেপিকে সমর্থন করবে না।

রাজ্যের বেকারত্ব, বেহাল সড়ক বা দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নয়, এ বারের ভোটে ভোটার না হয়েও প্রচারের কেন্দ্রে ছিলেন মায়ানমার, বাংলাদেশ ও মণিপুরের সংঘর্ষ থেকে বাঁচতে মিজ়োরামে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৫০ হাজার চিন, কুকি শরণার্থী। মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা জো-কুকিদের 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে তাঁর ভূমিকা ও জো-দের একত্রিত করার দাবিকেই ভোটে জেতার তুরুপের তাস করেছেন। এ দিকে শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রের টাকা না দেওয়া ও মণিপুরে ক্রিশ্চান কুকিদের উপরে হামলার জেরে বিজেপি রয়েছে ব্যাকফুটে। শরণার্থীরা নতুন সরকারের কাছে শিবিরে খাবার, জল, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাজের জোগাড় ও সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আগাম আর্জি জানিয়ে রেখেছেন।

ভোটে মিজ়োরাম

ভোট ৭ নভেম্বর	গণনা ৩ ডিসেম্বর
ভোটার ৮,৫৭,০৬৩	কেন্দ্র ৪০

এমএনএফ	৪০
জেডপিএম	৪০
কংগ্রেস	৪০
বিজেপি	২৩
আপ	৪
নির্দল	২৭
মোট প্রার্থী	১৭৪

এখন বিধানসভায়

এমএনএফ	২৮
কংগ্রেস	৫
বিজেপি	১
জেডপিএম	৬

এক নজরে

৫ ডিসেম্বর থেকে সিএএ শুনানি শুরু

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) ৬ নম্বর ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে ৫ ডিসেম্বর শুনানি শুরু হবে সুপ্রিম কোর্টে। অসম চুক্তির অধীনে যে ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে এই ধারাটি সিএএ-তে যোগ করা হয়। আগামীকাল শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে। তবে সব পক্ষের আইনজীবী হাজির থাকতে পারবেন কি না, তা জানতে চান বিচারপতিরা। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দীপাবলির ছুটি ও অন্য সমস্যার কথা জানিয়ে শুনানি পিছোনোর আর্জি জানান। ৫ ডিসেম্বর থেকে ওই মামলা শোনার সিদ্ধান্ত নেয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ।

খট্টরের দাবি

রেড পার্টিতে সাপ ও সাপের বিষ সরবরাহের অভিযোগে গত সপ্তাহে গ্রেফতার করা হয় পাঁচ জনকে। এই ঘটনার সঙ্গে ইউটিউবার এলভিস যাদবের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ দিন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেন, তদন্তে তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না তিনি। গত সপ্তাহে ন'টি বিষধর সাপ সঙ্গে রাখার কারণে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তে বিগ বস-এর দ্বিতীয় সিজ়নে জয়ী এলভিসের সঙ্গে খট্টরের ছবি, ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। এর পরেই এই মন্তব্য খট্টরের।

শুনানি স্থগিত

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার শুনানি স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট। কয়েক মাস আগে তেজস্বী মন্তব্য করেন, গুজরাতিরা ঠগ। এই মন্তব্য নিয়ে আমদাবাদের একটি আদালতে মামলা হয়। সেটি গুজরাতের বাইরে সরানোর জন্য শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান তেজস্বী। সোমবার আমদাবাদের আদালতে শুনানি স্থগিতের নির্দেশের সঙ্গে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা মামলা স্থানান্তরের বিষয়ে অভিযোগকারীর মতামত জানতে চেয়েছেন।

ছাত্রীদের শৌচাগার

দেশের সব সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও আবাসিক স্কুলে মেয়েদের শৌচাগারের জন্য কেন্দ্রকে একটি জাতীয় মডেল তৈরির নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ছাত্রীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার বিষয়ে যে নীতি তৈরি হয়েছে তা সম্পর্কেও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ।

এসপি-কংগ্রেস দ্বন্দ্বে ইন্ধন বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ইন্ডিয়া জোটের দুই গুরুত্বপূর্ণ শরিক কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে বিবাদ দেখা দিতেই তা উস্কে দিতে মাঠে নেমে পড়ল বিজেপি। মধ্যপ্রদেশে আসন ভাগাভাগি নিয়ে এসপি ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে জটিলতা তৈরি হওয়ায় কংগ্রেসকে 'ধূর্ত-জালিয়াত' বলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন এসপি নেতা অখিলেশ যাদব। এমনকি কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার জন্যও মধ্যপ্রদেশবাসীর কাছে আবেদন করেন তিনি। পাল্টা আক্রমণে অখিলেশের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ।

ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিকে এমন দ্বন্দ্ব দেখা দিতেই তা উস্কে দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ বিজেপি খুব ভাল করেই জানে, ইন্ডিয়া জোটের দলগুলিতে যত বিভাজন সৃষ্টি হবে, তত ফায়দা পাবে শাসক শিবির।

আজ তাই বিবাদ আরও উস্কে দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, "আমি সাধারণত অখিলেশের সঙ্গে একমত হই না। কিন্তু সম্প্রতি অখিলেশ যে কংগ্রেসকে জালিয়াত বলেছেন, তা একেবারে ঠিক বলেছেন। কারণ কংগ্রেস নিজেদের প্রতিশ্রুতি একেবারেই রক্ষা করে না। এরা জোটের আগে কর্নাটকের বেকার যুবকদের বেকার ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পরেই সেই সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছে কংগ্রেস।"

নিউজ়ক্লিক মামলায়

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: সংবাদ পোর্টাল নিউজ়ক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর পুরকায়স্থ ও সংস্থার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান অমিত চক্রবর্তীর গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আর্জির শুনানি দীপাবলির ছুটির পরেই হবে।

কয়েকদিন আগেই প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় দেশে মামলাগুলি ঝুলিয়ে রাখার প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকলে আলাদা কথা— কিন্তু আইনজীবীরা যেন অযথা মামলা পিছনোর আর্জি জানিয়ে 'তারিখ পে তারিখ'-এর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন।

আজ অবশ্য শীর্ষ আদালতে প্রবীর পুরকায়স্থদের মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। বিচারপতি বি আর গবাই ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ প্রবীরদের আইনজীবী কপিল সিব্বালকে জানিয়েছেন, দীপাবলির ছুটির পরেই নিউজ়ক্লিক প্রতিষ্ঠাতার আর্জি নিয়ে শুনানি হবে। সংবাদ সংস্থা

রশ্মিকার ভুয়ো ছবি, প্রশ্নে মন্ত্রী-বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ রশ্মিকা মান্দানা। ছবি: সমাজমাধ্যম

জোট প্রচারে দেশে প্রথম বার ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল বিজেপিকে। এ বার সেই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানার ভুয়ো ভিডিয়োর ছড়ানোর পরে সোমবার ডিপফেকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেই বার্তা দিতে হল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তথ্য-প্রযুক্তিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরকে। তবে তিনি ডিপফেক প্রযুক্তির অপব্যবহারের রোখার দায়িত্ব কার্যত সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির উপরেই চাপিয়ে দিয়েছেন। সেটি জনতা ও বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, নির্বাচনী প্রচারে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, তার অপব্যবহার রুখতে সরকারের যথাযথ আইনি পরিকাঠামো থাকবে না কেন?

রবিবার রাত থেকে ছড়িয়ে পড়া বিতর্কিত ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছিল জারা পটেল নামে এক সমাজমাধ্যম-তারকার শরীরে ডিপফেক প্রযুক্তি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল রশ্মিকার মুখ। ওই ভিডিয়ো দেখে ডিপফেকের অপব্যবহার রুখতে দেশে দ্রুত যথাযথ আইনি পরিকাঠামোর দাবি ওঠে। ভিডিয়ো রিটুইট করে সেই দাবি সমর্থন করেন অমিতাভ বচ্চনও।

উষ্মা রশ্মিকা নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "এটা শুধু আমার জন্য নয়, ডিপফেক প্রযুক্তির এই অপব্যবহার আমার মতো প্রত্যেকের জন্য আতঙ্কের। আজ অভিনেত্রী ও নারী হিসেবে পরিবার, শুভানুধ্যায়ীরা সাহস দিচ্ছে। কিন্তু ছাত্রজীবনে যদি এমন ঘটনার সম্মুখীন হতাম কী হত ভেবেই শিউরে উঠছি।" আমজনতার প্রশ্ন, এই ঘটনা রশ্মিকার মতো তারকার সঙ্গে না হয়ে অন্য কোনও সাধারণ তরুণীর সঙ্গে হলে কি এত চর্চা হত?

'ডিপ লার্নিং' প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'ফেক' বা ভুয়ো ভিডিয়ো তৈরি করাই 'ডিপফেক'। যন্ত্র-মেধার বলে বলীয়ান এই প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও চেহারা, গলার আওয়াজ, মুখের অভিব্যক্তি— সবই নকল করা যায়। ২০২০-তে দিল্লি বিধানসভা ভোটের সময় বিজেপির ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছিল দিল্লির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি মনোজ তিওয়ারিকে হরিয়ানভিতে ও ইংরেজিতে ভোট চাইতে। মনোজ কিন্তু নিজে হরিয়ানভিতে কথা বলেন না। ডিপফেক প্রযুক্তির ওই ভিডিয়োটিতে তাঁর ঠোঁট নাড়ানো, গলার স্বর ও মুখের অভিব্যক্তি যন্ত্র-মেধার সাহায্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল। মনোজের মুখের ছবিটি আসল হলেও গলার স্বর ও ঠোঁট নাড়ানো ছিল 'ফেক' বা নকল। এ দেশে রাজনৈতিক প্রচারে ডিপফেক প্রযুক্তির ব্যবহার তার আগে শোনা যায়নি।

ডিপফেক নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর দাবি করেছেন, এর অপব্যবহার রোখার দায়িত্ব সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিরই। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে ২০২৩ এপ্রিলের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের কথা উল্লেখ করে সেই দায়িত্বও তুলে ধরেন। মন্ত্রী জানান, কোনও ভুয়ো তথ্য যাতে না পোস্ট হয় তা নিশ্চিত করা, ভুয়ো তথ্য ছড়ালে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে তা মুছে ফেলা সংস্থাগুলির দায়িত্ব। তা না হলে আক্রান্ত নাগরিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। ডিপফেকের উল্লেখ করে মন্ত্রীর বক্তব্য, "ডিপফেক হল ভুয়ো তথ্যের সাম্প্রতিকতম ও ভয়ঙ্কর এক রূপ। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।"

মন্ত্রীর এই মনোভাব নিয়ে প্রশ্নও উঠছে। অনেকের দাবি, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির দায়িত্ব অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সরকারেরও উচিত এই প্রযুক্তির যাতে অপব্যবহার না হয় তার উপযুক্ত নজরদারির আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা। মিডিয়া শিক্ষক ও গবেষক সম্বিত পাল বলছেন, "মনে রাখতে হবে মনোজ তিওয়ারির ডিপফেক ভিডিয়ো প্রচারে ব্যবহার করে বিজেপি। ভারতে নির্বাচনী প্রচারে সেটি ছিল প্রথম ডিপফেক ব্যবহার। কাজেই এখন সব দায় সমাজমাধ্যমের বললে ভাবের ঘরেই চুরি করা হবে।"

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্র